

ভারত-নেপালসম্পর্কঃ

Debamita Banerjee

POLITICAL SCIENCE: SEM 4: HONS: CC 9 MOD 2

১৯৫০ সালের ভারত-

নেপালশান্তি ও ঐক্য চুক্তি হলে ভারতও নেপালের মধ্যে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। এ চুক্তি দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এ চুক্তির অফিসিয়াল নাম হলো-

ভারত সরকারও নেপাল সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি ও ঐক্য চুক্তি। ১৯৫০ সালের ৩১ জুলাই নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী মোহন শমসের জং প্রহা দুররানা এং নেপালে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত চাঁদ্রেশ্বর নারায়ন সিং মধ্য এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এং চুক্তির ৯ নং ধারা অনুযায়ী এই দিন হতে তার কার্যকর হয়। এ চুক্তির আওতায় উভয় দেশের জনগন ও পণ্য অপ্রাধিকার লাভকও এং উভয় দেশের সামরিক ও পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ নেপাল এর চীনের সহায়তায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সেরা পর ভারতও নেপাল এই চুক্তির অধীনে সামরিক ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বন্ধ করে এং ভারত নেপালে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ করে। এই চুক্তি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাও প্রসার করত সক্ষম হয়। নেপালের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সীমান্ত অস্থিত। ভারতের ব্রিটিশ শাসনামলে ১৮১৬ সালে চুক্তি অনুযায়ী নেপাল ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল,

১৯২৩ সালের চিরস্থায়ী শান্তি ও ঐক্য চুক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভের পর দুই দেশ ঘনিষ্ঠ ও কৌশলগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছে। ১৯৪৯ সালে চীন কমিউনিস্ট উত্থান ও তিব্বতের আক্রমণের প্রেক্ষিতে ভারতও নেপাল উভয় রাষ্ট্র নিরাপত্তা জনিত বিষয়টি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে। নেপাল আশংকাকরে,

চীন কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ নেপাল কর্তৃক একটি কমিউনিস্ট প্রিন্সিপেস মর্শন প্রদান করে। মূলত ভারতও নেপাল উভয় রাষ্ট্র নিজেদের সার্বভৌম স্বরক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ,

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করে ১৯৫০ সালে ভারত-

নেপালশান্তি ও ঐক্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাজতন্ত্রের পতনের পর সারাজনৈতিক দলের সম্মতিতে গণতান্ত্রিক নেপাল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ভারতের সমর্থন ছিল। নেপালিকংগ্রেস নেতা পি পি কৈরাল ১৯৫৯ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নেপালের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু রাজা মহেন্দ্রের হস্তক্ষেপে নেপালে আচার ও স্বৈরাচারী শাসন চালু হয়। সেই থেকে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে নেপালিকংগ্রেস,

কমিউনিস্ট পার্টি সহ অন্য দলগুলো আন্দোলন শুরু করে। এছাড়া জনৈতিকনে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাছাড়া ঐ ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভারতকে পাশে পেয়েছে নেপালের সাধারণ জনগণ। ফলে দেরিতে হলেও ২০০৬ সালে গণ-

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নেপালের রাজতন্ত্রের পতন ঘটে। নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতার পালাদল ঘটে তাহা কে। ১৯৫০-

এর দশকে আধুনিক নেপালের রাষ্ট্রাশ্রুত থেকে আজ অর্ধশতাব্দীতে নেপালের অগ্রগতির পেছনে ভারতের অর্দান বেশি। নেপালের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে ভারতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাও রয়েছে।

নতুন সংবিধান গৃহীত হওয়ার পর পরই নেপালের ভারতীয় ঐশ্বর্য়, তম দেশি ও খারু জনগোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। নেপালের প্রায় ১৭ শতাংশ জুড়ে মদেশিদের ঐশ্বর্য়। এছাড়া মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মদেশি ও খারু সম্প্রদায় ভুক্ত ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত অর্থাৎ ভারতীয় অঞ্চলে ঐশ্বর্য় করে। এ অঞ্চলকে ইগোটা নেপালের অর্থনীতির প্রাণ প্রাণ। নতুন সংবিধান অনুযায়ী নেপাল বিভক্ত হলে পার্লামেন্টে মদেশিদের আগের মতো প্রভাও শালী প্রতি নিধিত্ব থাকে না-এটাই তাদের সইংসতার মুখ্য কারণ।

এছাড়া নতুন সংবিধান একদিকে প্রেম নধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলেছে, অন্যদিকে সনাতন ধর্ম রক্ষার কথাও বলেছে। এটি ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিতে প্রাচ্যে। আচার রক্ষণ শীল হিন্দু গোষ্ঠী ও তাদের হিন্দুরাষ্ট্রের স্বীকৃতি হারিয়ে অসন্তুষ্ট।

প্রায় বিদেশি নিয়োগ প্রিহীন নেপালের রপ্তানির ৬৩ শতাংশ পণ্য সরবরাহ করে ভারত। এদিও সাম্প্রতিক ঘটনায় ভারতের রপ্তানির সামান্য অংশই গ্রন্থে ত্রেহুমকির মুখে (মাত্র ৫০০ কোটি ডলার), তেদেশটির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ভারত দ্বিপরিকর। কেননা নেপালের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হোক- এটা ভারত চায় না।

প্রধান মন্ত্রী কেপেশর্মা অলি দিল্লিতে এসেছিলেন। এটা ইতার প্রথম বিদেশ সফর। ভারত তাকে লাল কাপেট প্রিছিয়ে সম্মান জানিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর প্রথম আফিক সাক্ষাত, দ্বিপাক্ষিক বিষয়াদি নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে প্রৈঠকে ১৯৫০-এর ভারত-নেপাল চুক্তির পুনর্নির্ন্যাস, ২০০৫ সালে স্বাক্ষরিত সংহত সীমান্ত চুক্তি, ভারত নেপাল তেল সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতার মেয়াদ বৃদ্ধি, কোশি গন্ধক ব্যারেজ সংকল্প বিষয়ে বিশেষ করে জল বিদ্যুৎ প্রকল্প নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রমাণ করেছে, দুই দেশ সম্পর্কের পুনর্গঠনে আগ্রহী।

নেপাল ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। অন্তত ৮০ হাজার মেগাওয়াট উৎপাদনের সম্ভাবনার য়েছে তার। গঙ্গার ৬০ শতাংশ পানি নেপালের সারদা, খাগর, রপ্তি, গন্ধক, প্রাঘমতি, কমলা কোশি ও মেচিন নদী থেকে আসে। পানি সম্পদের সম্ব্যহার দু'দেশকে উপকৃত করবে। অলি রসফরের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ কথার লেছেন দুদেশের নেতা-আমলারা।

নেপালের উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা দীর্ঘদিনের— তাকাঠমান ডুকখন ও অস্বীকার করেনি। ভারতও এপ্র্যাপারে তার স্বার্থকে সসময় গুরুত্ব দিয়েছে। দ্বিরাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় নতুন সংবিধান তৈরির মুহূর্তে মধেশি আন্দোলন, সীমান্ত অপ্রোধ আর হিমালয়ের ওপারের এপ্রং অভ্যন্তরীণ চাপে মেঘ, প্রৈজটিলতা ঘনিয়ে এসেছিল, অলি রসফরে তার অনেকটাই কেটে গেছে।